তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪৪

**ক্ষমতায়ন করতে হলে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে**

**---আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন করতে হলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। তাহলেই তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব । তিনি

নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন নারী-পুরুষ বিভেদ নয়, সকলেই মানুষ।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাতে ‘স্টেজ ফর ইয়ুথ ফাউন্ডেশন’ এর উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১ "উপলক্ষে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী হাই-টেক পার্ক সমূহে শতকরা ৩০ ভাগ স্পেস নারী উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেওয়া হবে উল্লেখ করে বলেন আইসিটি বিভাগ শি -পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, তরুণ উদ্যোক্তাদের আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প হতে ১০ লাখ থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে। তিনি স্টেজ ফর ইয়ুথ ফাউন্ডেশনকে উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে আইসিটি বিভাগ হতে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নারী-পুরুষ সকলে মিলে প্রযুক্তিনির্ভর, উন্নত, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যমুনা গ্রুপের পরিচালক সাজ্জাদ ইসলাম,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার তৃনা মজুমদার, স্টেট ফুড ফর ইয়ুথ এর সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সহ-সভাপতি শেখ মোঃ ফাইজুল মেমোবিন।

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নারী উদ্যোক্তা ও নেত্রীগণ এতে অনলাইনে যুক্ত হন।

#

শহিদুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২২৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪৩

**সরকার ৩৩৬ কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করেছে**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

সরকার ৩৩৬ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করেছে। পৃথক দুইটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল এই পদোন্নতি প্রদান করে । একটি প্রজ্ঞাপনে ৩২১ জন এবং অন্য প্রজ্ঞাপনে বিদেশে কর্মরত ১৫ জন কর্মকর্তাকে এই পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে [sa1@mopa.gov.bd](mailto:sa1@mopa.gov.bd) বরাবর যোগদানপত্র প্রেরণ করতে বলা হয়েছে।

গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

#

শিবলী/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪২

**গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক**

**---গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক।

ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র যেখানে অনুপস্থিত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সেখানে অকল্পনীয়। আবার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। সভ্যতার বিকাশে যেমন গণতন্ত্র অপরিহার্য, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তেমনি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিকল্প নেই।

সরকার ও জনগণের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণমাধ্যম একটি সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। সরকারের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচি সম্পর্কে গণমাধ্যম জনগণকে অবহিত করে। ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অসামঞ্জস্যতা, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং উন্নয়নের দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গণমাধ্যম সহযোগিতা প্রদান করে। উভয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সফল ও সার্থকে পরিণতি লাভ করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল সূচকে যেমন দেশের উন্নয়ন সাধন করেছে, তেমনি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের স্বার্থে সরকার সম্ভব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আলোচনা সভায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ময়মনসিংহে কর্মরত সকল গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪১

**সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ লাখ ১৭ হাজার ১৪৮ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে মোট ১ লাখ ১৭ হাজার ১৪৮ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন এবং মহিলা ৪৪ হাজার ৭৯০ জন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৩৯ লাখ ৬ হাজার ৫০০ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ২৪ লাখ ৯৩ হাজার ২১১ জন এবং মহিলা ১৪ লাখ ১৩ হাজার ২৮৯ জন।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৫১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৭৪ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মাইদুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪০

**অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় নারীরাও সহযাত্রী**

**---তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। যাত্রাপথে স্বল্পোন্নত দেশের মাইলফলক পেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের স্টেশনে পৌঁছে গেছে। এখন গন্তব্য উন্নত দেশের সোপানে। এ  অপ্রতিরোধ্য যাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশীদার।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে  বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম মুভমেন্টের আয়োজনে ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় জয়িতা চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মুরাদ হাসান আরো বলেন, চলচ্চিত্র সমাজ ও জীবনের কথা বলে। দেশীয় চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সুস্থ বিনোদন দিতে সারাদেশে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন জরুরি। নারী নির্মাতারাও যাতে আরো চলচ্চিত্রমুখী হয় সেজন্য সরকারের পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শওকত হাসান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম মুভমেন্টের সভাপতি দিলদার হোসেন, ফোবানা'র  জাকারিয়া চৌধুরী, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ও নির্মাতা সুজাতা, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা,  ও এস এস কমিউনিকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুমন।

উৎসবের সমাপনী দিনে নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেত্রী সুজাতা, চলচ্চিত্র পরিচালক নারগিস আক্তার, অভিনেত্রী শাহনূর ও মানব সেবায় জিনাত হাসানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

তুহিন/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১৫৮ ঘণ্টাতথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৯

**দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে নারীরা**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

গুণগত ও মানসম্মত কাজের ব্যাপারে কারো সাথে কোনো আপস হবে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। দুর্নীতি, অনিয়ম বা নিম্নমানের কাজের সাথে জড়িত থাকলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডি আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ‘শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা’-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। যার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাকে তা যথাযথ পালন করতে হবে। নিম্নমানের কাজের সাথে যেই জড়িত থাকুক, তাকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে। সারা দেশে এলজিইডির যে সুনাম রয়েছে তা কেউ ক্ষুন্ন করবে এটা বরদাস্ত করা হবে না।

মোঃ তাজুল ইসলাম আরো বলেন, প্রচার-প্রচারণায় নয়, কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে মানুষের সাথে পরিচিত করতে হবে। নিম্নমানের কাজ করে বদনাম নেয়া যাবে না। ছোটখাটো ভুলের জন্য বড় ধরনের ইমেজের ক্ষতি হয়। তাই ছোট হোক বড় হোক অনিয়ম করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। তিনি জানান, রাস্তা-ঘাট ব্রিজ-কালভার্ট টেকসই করতে হবে। টাকা সেভ করতে গিয়ে নিম্নমানের কাজ করা যাবে না। এসময়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নেভিগেশন, হাইড্রলোজিক্যাল, জিওলোজিক্যাল এবং মরফোলোজিক্যাল দিক বিবেচনায় না নিয়ে পাশাপাশি অথবা বিশেষ কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশে ব্রিজ নির্মাণ পরিহার করতে হবে। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ জানিয়ে তিনি বলেন, ব্রিজের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নৌ চলাচলের বিষয়টি কে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় না নিলে কোনো ব্রিজ নির্মাণ না করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

দেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নারীদের অধিকার তুলনামূলক ভাবে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ভাবে স¦াবলম্বী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, দেশে নারীরা সবক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করছেন এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন। নারী এবং পুরুষের কর্মকাণ্ডে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ সুবিধা দেয়া যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে, এলজিইডির জেন্ডার এন্ড উন্নয়ন ফোরাম কর্তৃক নির্বাচিত পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এই তিন ক্যাটেগরিতে মোট নয়জন নারীর হাতে আত্মমর্যাদাশীল নারী সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মেজবাহ উদ্দিন আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

হায়দার/রোকসানা/পাশা/রেজুয়ান/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৮

**পাকিস্তানের দোসররা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণহত্যার স্মৃতি মুছে ফেলতে তৎপর রয়েছে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

একাত্তরের পরাজিত শক্তি পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসর ও তাঁবেদাররা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও নারকীয় গণহত্যার স্মৃতি মুছে ফেলতে তৎপর রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে ও অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে- তারা বাংলাদেশের চেতনাকে নষ্ট করতে চায়, বাংলাদেশকে হত্যা করতে চায়।

মন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলে বধ্যভূমি সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র টাঙ্গাইল’নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

স্মৃতিকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সন্তানেরা-আগামী প্রজন্ম ও তরুণ প্রজন্মের যারা বড় হচ্ছে- যাদের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম, জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম- তাদেরকে এই স্মৃতিকেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এ রকম স্মৃতিকেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চিরজাগরুক রাখবে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটি মহাকাব্য। আর এ মহাকাব্যের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূল সংগঠক। তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক। সাত কোটি মানুষকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান খান ফারুক। সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি। এ সময় টাঙ্গাইলের সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোট মনির, আতাউর রহমান খান, মোঃ হাছান ইমাম খাঁন, মোঃ ছানোয়ার হোসেন ও আহসানুল ইসলাম টিটু উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী টাঙ্গাইলের পৌর উদ্যানে টাঙ্গাইল সম্মিলিত নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ফজলুর রহমান খান ফারুকের একুশে পদকপ্রাপ্তিতে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান খান ফারুক এ বছর একুশে পদক পান। এ উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার সম্মিলিত নাগরিক সমাজ তাঁকে গণসংবর্ধনা প্রদান করে।

#

কামরুল/রোকসানা/পাশা/রেজুয়ান/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৯৫৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৮৪৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫১ হাজার ১৭৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৪৭৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৪ হাজার ১২০ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/রেজুয়ান/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৩৬

**বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ র্মাচ) :

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, ভারত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প সচিব অহঁঢ় ডধফযধধিহ। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিএসটিআই, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

সূচনা বক্তব্যে উভয় দেশের বাণিজ্য সচিব বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চলমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করেন। বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে মুজিববর্ষ, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপনের প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার তুলে ধরেন। পরে উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১৫-১৬ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত উভয় দেশের বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা; বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য বিষয়ে গঠিত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ এর ১৩তম সভার অগ্রগতি; দু’দেশের মধ্যকার বিরাজমান ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ; কতিপয় বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ভারত সরকার কর্তৃক আরোপিত এন্টি ডাম্পিং; দু’দেশের মধ্যে কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; বর্ডার হাটের সংখ্যা সম্প্রসারণ ও সীমান্ত বাণিজ্য বৃদ্ধি; বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বন্দর সুবিধা সম্প্রসারণ; আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; বাংলাদেশ ও ভারতের অংশ গ্রহণে বিভিন্ন আঞ্চলিক ফোরামকে অধিকতর কার্যকরকরণ ও অন্যান্য বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

#

বকসী/রোকসানা/পাশা/রেজুয়ান/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৫

**নারীদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে নারীদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

আজ মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই নারীরা যত কর্মদক্ষ ও স্বাবলম্বী হবে ততই দেশের কল্যাণ হবে। এই বিশাল মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ দ্রুতই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে নারীদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে কর্মদক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি সহজতর হয়েছে। নারীরা এখন ঘরে বসেই ই-কমার্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসা করতে পারছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হীরাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/রোকসানা/রেজুয়ান/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০১৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৪

অনুদান প্রদানের আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

**শিক্ষার্থীদের ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের সংবাদটি গুজব**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের সংশোধিত নীতিমালা ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে (www.shed.gov.bd) আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। গতকাল আবেদন গ্রহণের শেষ দিন ছিল। কর্তৃপক্ষ আবেদনের সময় ১৫ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। আবেদন যাচাই বাছাই করে সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেয়া হবে। আজ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে বলে একটি গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যা বাস্তবতা বিবর্জিত। এই ধরনের কোন গুজবে কান না দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

খায়ের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৩

**বাংলাদেশ-কসোভো’র মধ্যে শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক সম্পর্কসুদৃঢ়করার আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

বাংলাদেশ-কসোভোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানির বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন মিটিংয়ের আহবান জানান বাংলাদেশ নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গুনের ঊরেয়া (Guner Ureya)। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি এবং শিল্প কারখানা সম্প্রসারণে এই যৌথ কমিশন মিটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এর সাথে তার অফিসকক্ষে  সাক্ষাতকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত আজ এ কথা জানান। এ সময় অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম উদ্দিন, মন্ত্রীর একান্ত সচিব এবং কসোভোর রাষ্ট্রদূতের একান্ত সচিব উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে ফুড প্রসেসিং, চামড়াজাত পণ্য, কৃষি উৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদিত কাঁচামাল রপ্তানির আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন মিটিংয়ের আগে উভয় দেশের ব্যবসায়িক প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের মধ্যে আলোচনা ও সফরের প্রয়োজন। এ সফরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রসারণে উভয় দেশে যেসব সম্ভাবনা রয়েছে তা জানা যাবে।

শিল্পমন্ত্রী বলেন,কসোভোর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি রপ্তানি সম্পর্কসুদৃঢ় করতে বাংলাদেশ আন্তরিক। তিনি অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট  প্রস্তাব দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুনির্দিষ্ট  প্রস্তাব পেলে বাংলাদেশ তা যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। তিনি আরো বলেন, তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য বাংলাদেশ থেকে কসোভোয় রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আরো পণ্য আমাদানি করতে কসোভোর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সে দেশের সরকারকে আহবান জানান। 

সাক্ষাতকালে কসোভোর রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতা রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ এবং কসোভোয় শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশিদের প্রশংসা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২১/১৪১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩২

**কক্সবাজারকে অত্যাধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে**

**-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, কক্সবাজারকে একটি অত্যাধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে গতকাল তিনি এ কথা বলেন। এসময় তিনি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত অধ্যুষিত জেলা কক্সবাজারের পরিকল্পিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বোপরি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি সুপরিকল্পিত নগর গড়ে তুলতে সরকার সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে দেশের বৃহত্তম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও কক্সবাজার শহরের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

পরিদর্শনকালে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফোরকান আহমেদসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের   উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২১/১৪১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ১১৩১

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : বাগেরহাটের মো. মেহেদী হাসান, ঢাকার আলভী পারভেজ, ঢাকার তারিকুল ইসলাম, নীলফামারীর সৌরভ হোসেন এবং নাটোরের রিফাত।

গতকালের কুইজে ৬৩ হাজার ৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন-বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটাবিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা   
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট  থেকে জানা যাবে ([https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/))।

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩০

**বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পরাধীন জাতির মুক্তির ঐতিহাসিক বার্তা**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ)

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, ৭ মার্চের ভাষণ শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্ববাসীর একটি সম্পদ। পরাধীন জাতির মুক্তির একটি ঐতিহাসিক বার্তা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের শোষিত মানুষের কন্ঠস্বর। যেখানেই অন্যায় অবিচার, সেখানেই বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করেছেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যাতে বঙ্গবন্ধুকে বিদ্রোহী বলতে না পারে বঙ্গবন্ধু সেই ভাবে কৌশলে বাঙালিদের মুক্তির বার্তা দিয়েছিলেন।

আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘ঐতিহাসিক ৭ মার্চ’ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দিলীপ কুমার সাহা, বিটিএমসি’র চেয়ারম্যান ব্রি: জেনারেল মোঃ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: শাহ আলমসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ  উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, একটি জাতিকে কিভাবে জাগ্রত করতে হবে তা বঙ্গবন্ধু ভালো করেই জানতেন। ১৯৭১ সালের  ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমাবেশে দেওয়া ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’  
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আহ্বানের অধীর অপেক্ষায় ছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা। স্বাধীনতার যে ডাক বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন, তা বিদ্যুৎ-গতিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে । কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, তথ্যপ্রযুক্তি খাত, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশ খাদ্যে স্বয়ংস্বম্পূর্ণ হয়েছে। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। পদ্মাসেতু দৃশ্যমান হয়েছে ।

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১২৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৯

**সারাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় ১ লাখ ৭ হাজার ২০০ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

গত ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে মোট ১ লাখ ৭ হাজার ২০০ জন ব্যক্তি ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৬৫ হাজার ৪৩০ জন এবং মহিলা ৪১ হাজার ৭৭০ জন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৩৭ লাখ ৮৯ হাজার ৩৫২ ।জন এদের মধ্যে পুরুষ ২৪ লাখ ২০ হাজার ৮৫৩ জন এবং মহিলা ১৩ লাখ ৬৮ হাজার ৪৯৯ জন।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৮০৪ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মাইদুল/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২১/১২৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৮

**বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে**

**ইউনেস্কো তার নিজস্ব ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করল - ইউনেস্কোর শুভেচ্ছা দূত প্রিন্সেস ডানা**

আম্মান (জর্ডান), ৮ মার্চ :

জর্ডানে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ-এর ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গতকাল ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জর্ডানে ইউনেস্কোর শুভেচ্ছা দূত প্রিন্সেস ডানা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে যুক্ত হন শিক্ষাবিদ ও জর্ডান ডিপার্টমেন্ট অভ আণ্টিকস এর সাবেক পরিচালক ডক্টর মন্থেস জাহাস জামহাওয়ি এবং ঢাকা থেকে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী শাহ আলী ফরহাদ ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা এম খালেকুজ্জামান।

জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ইংরেজি সাবটাইটেলসহ দেখানো হয়।

জর্ডানে ইউনেস্কোর শুভেচ্ছা দূত প্রিন্সেস ডানা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিটি লাইন তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত। প্রতিটি শব্দ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি তাঁর জীবনের মধ্য দিয়েই দেখিয়েছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগত লাভকে অগ্রাহ্য করতে এবং তাঁর দেশ ও মানুষের জন্য আত্মত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যখন ঘোষণা করেন ‘রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব’, তাঁর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় তাঁর জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর অপরিমেয় ভালবাসা। বিশ্বের যেকয়টি দেশ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা এতটাই প্রেরণাদায়ক ও ঐতিহাসিক যে ইউনেস্কো ২০১৭ সালে তাঁর সেই অবিসংবাদিত ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামান্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের এক অনন্য সম্পদ উল্লেখ করে প্রিন্সেস ডানা বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিতে একটি স্বাধীন দেশের ঘোষণা যেমন ছিল সেই সাথে ছিল উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো যেভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত ভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে তার বিরুদ্ধে একটি সাহসী উচ্চারণ। সম্পদ ও উপযুক্ত সমরাস্ত্র বিহীন একটি ছোট দেশের শুধু মাত্র সহায় সম্বলহীন মানুষের শক্তিকে ভিত্তি করে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ও তাকে বাস্তবায়িত করার ঘটনা বিশ্বে বিরল। যা হয়ত একজন মহান নেতৃত্বের কারনেই সম্ভব হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো তার নিজস্ব ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করল।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী শাহ আলী ফরহাদ ‘ওরাটরি ব্রিলিয়েন্স এন্ড স্ট্র্যাটিজিক মাস্টার স্ট্রোক অভ সেভেন্থ মার্চ স্পিচ’ শীর্ষক তাঁর উপস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে চারটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে প্রথমত ২৩ বছরের বঞ্চনা, দ্বিতীয়তঃ তৎকালীন রাজনৈতিক অচলাবস্থা, তৃতীয়ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং চতুর্থত স্বাধীনতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যক্ত করেন। একই সাথে তিনি বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের আইনগত ভিত্তিও ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ওপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্মিত একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এই ওয়েবিনারটি দূতাবাসের ‘মুজিব বর্ষ ওয়েবিনার সিরিজ’ এর ৫ম ওয়েবিনার।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

Handout Number : 1127

**Webinar on historic 7th March held in Washington DC**

**Washington DC, 8 March :**

The Embassy of Bangladesh in Washington DC, with the support of the Bureau of South and Central Asian Affairs of the U.S. State Department organized a webinar yesterday to commemorate the historic March 7 speech delivered by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The event was participated by high government leadership, academia, diplomats, think tanks, media and government officials from Bangladesh and the US.

After the welcome remarks by Bangladesh Ambassador to the US. M Shahidul Islam, Professor Dr. Syed Anwar Husain delivered the keynote address on Bangabandhu's life and ideals attaching a particular focus to the 7th March speech. Ambassador Tariq A. Karim, South Asia Analyst Seth Oldmixon and Ambassador of the U.S. to Bangladesh Earl R. Miller were among the panel speakers in the webinar. Acting Assistant Secretary of Bureau of South and Central Asian Affairs of the U.S. Department of State Dean Thompson attended the webinar as the special guest and State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, was the Chief guest.

In his keynote address, Professor Dr. Syed Anwar Hossain said that the 7th March speech was delivered impromptu as it was an unwritten one. He added that this was the shortest and at the same time the best speech, delivered in a colloquial language to reach across everyone…The 7th March speech constituted a roadmap for independence of Bangladesh, said Professor Hossain.

Ambassador Tariq A. Karim said that Bangabandhu was an extraordinary orator, unparalleled in our living memories. He added that Bangabandhu's 7 March 1971 speech was an impassioned appeal for seeking his people's backing.

Renowned South Asia Analyst Seth Oldmixon commented that the history of Bangladesh has parallels with American history as both the countries fought anti-colonial independence movements and the 7th March speech is a culmination of incredible historical events that led to the independence of Bangladesh.

Ambassador Earl Miller recalled Senator Edward Kennedy's speech on February 14, 1972, at the University of Dhaka, attended by eight thousand jubilant students of Dhaka University. Ambassador Earl Miller quoted Edward Kennedy that the United States’ people were with the people of Bangladesh during the War of Liberation, although the government was not.

Dean Thompson said that Sheikh Mujib was a ‘towering figure of the twentieth century’ who shaped modern Bangladesh. He added that the historic speech inspired the people of Bangladesh to fight for independence and continues to inspire the people of Bangladesh to develop their country even further. Assistant Secretary Thompson applauded the generosity of Bangladesh in protecting the forcibly displaced Rohingyas and said that the USA is a steadfast partner of Bangladesh in finding a durable solution to the Rohingya crisis. He added, ‘one of the areas we are most excited to work on is expanding our economic partnership. Bangladesh offers so many opportunities in diverse areas, from renewable energy, port infrastructure to artificial intelligence.’ He expressed confidence that the US-Bangladesh relations will continue to strengthen under the Biden Administration.

State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, paid deep reverence to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for his clarion call to the Bengali nation for waging the decisive struggle against the Pakistan occupation force and declaring the Independence of Bangladesh on March 7, 1971, that ultimately led to an independent and sovereign Bangladesh. He recalled with thanks the role of Ambassador M Shahidul Islam at the UNESCO in attaining the recognition to and listing of the historic 7th March speech in the Memory of the World Register. The State Minister said, 7 March will ever remain a treasured part of Bangladesh's history. It will always remind us of an inspiring, powerful, and glorious tale of the fight of an unarmed nation for its sovereign existence for generations to come.

#

Shah Alom/Anasuya/Parikshit/Zashim/Asma/2021/1230 hours

Handout Number: 1126

**Shahriar Alam held bilateral talks with his Saudi counterpart**

Jubeir, Riyadh (8 March):

State Minister Md. Shahriar Alam holds bilateral talks with his Saudi counterpart Adel Al-Jubeir at the latter’s Office in Riyadh yesterday.

Saudi State Minister congratulated Bangladesh at its 50th anniversary of independence. He highly praised the remarkable sustained economic growth of Bangladesh carried out in last one decade under the able leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He continued, the recent UN decision to graduate Bangladesh from LDC category to the middle-income country is a testimony of this success. He fondly remembered the historic ties between this two countries and the valued contribution of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to its independence and laying foundation of Golden Bengal.

State Minister Shahriar Alam mentioned that under the visionary leaderships of both the countries, the relations have elevated to a strategic level. For advancing from this point, he emphasized on exploring further avenues of cooperation on international issues based on common interest and goals and economic ties.

Mr. Shahriar reiterated Bangladesh government’s unwavering support to the Saudi side and expressed solidarity condemning the recent cowardly attacks Houthis. Adel Al-Jubeir appreciated Bangladesh’s position on Yemen issue.

Bangladesh State Minister stressed on regular Business to Business dialogue to explore bilateral trade and investment opportunities in Bangladesh. He urged on signing an MoU between Public-Private Partnership Authority of Bangladesh and competent Saudi authority, which would enable Saudi investors to invest in Bangladesh on PPP projects. Saudi State Minister Adel Jubeir replied in positive stressing on potential Saudi investors to invest in a vibrant economy like Bangladesh and hoped they will soon sort out the MoU issue regarding PPP.

On a proposal from the Bangladesh State Minister for joint venture in contract farming in suitable African countries where Bangladesh can provide its expertise in agriculture and manpower, Saudi State Minister welcomed the proposal.

Shahriar Alam expressed his government’s deep gratitude to the Saudi King and Crown Prince for allowing all the foreign residents irrespective of their legal status for access to free COVID treatment and inoculation, which has saved many lives of expatriates including Bangladesh community living in the Kingdom.

In reply to a request, State Minister Jubeir assured of considering and interim arrangement for the irregular Bangladesh expatriates to have access health facilities and employment. State Minister Alam also requested to reappoint a cultural attache at the Saudi Embassy in Dhaka, so the service seekers’ would not need to send their documents to New Delhi for attestation and Saudi side took note of that.

-2-

Both the State Minister agreed to expedite the pending Agreements and MoUs and to hold first Foreign Office Consultation where the whole gamut of bilateral relationship could be discussed.

Early in the morning, State Minister Shahriar Alam laid a wreath at the portrait of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and attend a webinar to mark the historic 7th March. In the evening, he attended another international webinar on ‘historic 7th March speech by Bangabandhu focusing on historical and political perspective’.

Shahriar Alam is in the Kingdom in a 3-day official visit there. State Minister Alam would be meeting the OIC Secretary-General today at his office in Jeddah to discuss concern issues.

#

Tohidul/Anasuya /Zashim/Masum/2021/1030 hours

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১২৫

**অটোয়ায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত**

অটোয়া, কানাডা (৮ মার্চ) :

জাতির পিতা ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বজ্রকন্ঠে সমগ্র জাতিকে উদ্ধুদ্ধ করে স্বাধীনতার এবং সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য লাখো জনতার মাঝে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতির স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখার পরিপূর্ণতা লাভ করে। এটি বাঙালি জাতির জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দিন। বাংলাদেশ হাইকমিশন অটোয়ায় গতকাল এ উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচির অংশ হিসাবে দিবসের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান। পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। পরে বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় অত্র হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসের পরবর্তী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে হাইকমিশনারের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী দু’টি পাঠ করে শোনান হয়।

এর পর শুরু হয় ভার্চুয়াল বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান। ভার্চুয়াল বিশেষ আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ফেলো নিপা ব্যাণার্জী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক কলামিস্ট প্রফেসর ড. মোজাম্মেল হক খান, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. খলিকুজ্জামান, কানাডায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত অজয় বিশারিয়া, বিশিষ্ট সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাবেক সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার মুজিববর্ষের জন্য বিশেষভাবে রচিত দুই বাংলার শিল্পীদের গাওয়া একটি গান- “হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তুমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান” অবমুক্ত করেন। ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত সকলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন ।

#

দেওয়ান/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২১/১০১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১২৪

**ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন**

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (৮ মার্চ):

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল ‘ঐতিহাসিক ৭ মার্চ’ পালন করা হয়েছে। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম শুরু হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ অস্ট্রিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিকেলে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে এক অনলাইন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। এই আলোচনা সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া ও স্লোভাকিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি, সাংবাদিক, ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। আলোচনার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, আমরা প্রত্যেকই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করার সাহস ও অনুপ্রেরণা পাই। তিনি বলেন ৭ মার্চের ভাষণ শুধু এ দেশের নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের নয়, এ ভাষণ বিশ্বের নানা প্রান্তের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির গান। এ জন্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ সমূহের একটি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক মফিদুল হক তাঁর উপস্থাপনায় ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক পটভূমি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, বিশ্বপরিমন্ডলে এই ভাষণের অবস্থান এবং ইউনেস্কো কর্তৃক এই ভাষণকে International Memory of the Word Register-এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ একটি নতুন ধারার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও একটি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনস্বীকার্য অবদান রেখেছে। ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় এবং সংঘাতের বিপরীতে সম্প্রীতির বিজয় অর্জনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ যুগযুগ ধরে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

আলোচনা পর্বে বক্তরা বলেন, ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমেই মূলত দিশেহারা বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পায়। এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে।স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অমিত শক্তির উৎস ছিল ঐতিহাসিক এই ভাষণ। আমাদের ইতিহাস ও জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এক অপরিহার্য অধ্যায় যা আমাদের সবসময় প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

তারাজুল/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২১/ ১০১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৩

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ৮ মার্চ :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে গতকাল ইউনেস্কো’র ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ এবং একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানটিতে।

আলোচনা পর্বে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, ১৯৭১ সালে জাতির পিতা প্রদত্ত ৭ মার্চের ভাষণ একটি জাতিকে কীভাবে বজ্রকঠিন ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে উজ্জীবিত করেছিল তা উঠে আসে রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে। তিনি বলেন, ‘এটি কোনো পূর্বলিখিত ভাষণ ছিল না। এটি ছিল ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় উৎসারিত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এতে একদিকে রয়েছে আমাদের সূদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, আর অন্যদিকে রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সুস্পষ্ট নির্দেশনা’। তিনি আরো বলেন, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সফল পরিণতি হচ্ছে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। ৭ মার্চের ভাষণ যাতে সর্বদা দীপ্যমান থাকে এবং জাতির পিতার সম্মোহনী দরাজ কন্ঠ যাতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুরণিত হয় সেজন্য নতুন প্রজন্মকে ভাষণটি বার বার শোনানোর আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নানা কর্মসূচির আয়োজন করে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন। স্ব স্ব অবস্থান থেকে সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

অন্যান্য আলোচকগণ ভাষণের প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, সুদূর প্রসারী প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেন। জাতির পিতার এই ভাষণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রনায়কের সুচিন্তিত কৌশলের সবটুকুই প্রতিভাত হয়েছে মর্মে মন্তব্য করেন বক্তাগণ।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতার দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণকে ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ‘ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অভ্ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার’-এ অন্তর্ভুক্ত করে।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা